Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501017 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

# Muslim Poets Through the point of view of Sukhamay Mukhopadhyay
# সুখময় মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে মুসলমান কবি

Sumita Tudu
Researcher
Bengali Department
Visva-Bharati

Received on: 28th March 2026
Accepted on: 08th April 2026

**Abstract:**
Sukhamoy Mukhopadhyay was a scholar on various subjects. A major achievement of his in Bengali literature is the discovery of the proper identity of ancient and medieval poets. Therefore, Sukhamoy Mukhopadhyay has shed light on the medieval Muslim poets. In his book 'Madhyajuger Bangla Sahityer Tathya o Kalakram' we find the introduction of ten Bengali Muslim poets of the medieval period. His predecessors also discussed these Muslim poets, but Sukhamoy Mukhopadhyay refuted some of their conventional information with arguments. In this article, we will try to look at the identity of the Bengali Muslim poets in that book and how Sukhamoy Mukhopadhyay refutes the conventional information about them by his predecessors.

**Key Words:**
'Literary Treasures', 'Tales of Romance', 'Hindu Traditions'.

## মূল প্রবন্ধ

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়ায়। ১ মার্চ ১৯৩১এ কলকাতায় তাঁর জন্ম। তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন কলকাতাতেই। ছাত্রজীবন শেষ করার পর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগে বৃত্তিভোগী গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিশ্বভারতী বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ২৯ অক্টোবর ২০০০ সালে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিশেষজ্ঞ, অতুলনীয় স্মৃতিশক্তির অধিকারী সুখময় মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে খ্যাতকীর্তি। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বাংলা বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তবে তাঁর বিশেষ আগ্রহের কেন্দ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা। তাছাড়াও পুঁথি চর্চা, রবীন্দ্রনাথ, সৃজনমূলক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর বিচরণ লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে তিনি বিশ্বপরিব্রাজকও। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে দুটি সত্তাই সমান্তরাল ভাবে বিরাজমান — মৌলিক লেখক এবং যুক্তিনিষ্ঠ গবেষক সত্তা।

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে বিজয়গুপ্ত থেকে রামপ্রসাদ সেন পর্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের কবি ও তাঁদের রচনার আলোকপাত করার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের


© Santiniketan Sahityapath

ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। এই সময়পর্বের মধ্যে যে সব বাঙালি মুসলমান কবি বাংলা সাহিত্যসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, এমন দশজন কবির পরিচয় পাই সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে। এই পর্বের মুসলমান কবিরা বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কলম ধরেছিলেন। তাঁদের কেউ মানবিক প্রণয়োপাখ্যান, কেউ বা ভক্তিরসের পদ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের রচনা ও সময়কাল সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত তৈরি হয়েছে। সেই সমস্যার সমাধান করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায়। সুনিপুণ ভাবে যথাযথ যুক্তি উপস্থাপন করে প্রচলিত তথ্যকে তিনি খণ্ডন করেছেন। উক্ত দশজন কবির পরিচয় ও রচনাকাল সম্বন্ধিত সমস্যার সমাধান কীভাবে সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে করেছেন, আমাদের প্রবন্ধে তাই আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

**সাবিরিদ খান**

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে প্রথম যে মুসলমান কবির নাম পাই, তিনি হলেন সাবিরিদ খান। এই গ্রন্থের 'কালিকামঙ্গাল-এর প্রথম তিন কবি' শীর্ষক অধ্যায়ে সাবিরিদ খানের আলোচনা পাওয়া যায়। 'কালিকামঙ্গাল' কাব্যের রচয়িতা সাবিরিদ খান। আরো দুজন কবি, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও গোবিন্দদাসের প্রসঙ্গা আছে এই অধ্যায়ে। সুখময় মুখোপাধ্যায় সাবিরিদ খানকে উক্ত দুই কবির মধ্যবর্তী সময়পর্বের কবি বলেছেন। সাবিরিদ খান রচিত 'কালিকামঙ্গাল'এর একটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন হলেও অধিকাংশ স্থানেই দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের ভাষার সঙ্গো মিল দেখা যায়। মনে হয় শ্রীধরের কাব্যকে অনুসরণ করে সাবিরিদ খান কাব্যটি রচনা করেছেন। তবে অনেকে বলতেই পারেন, সাবিরিদ খানকে দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এ মতটি খণ্ডন করে নিজের যুক্তি উপস্থাপন করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায় —

"... ইতিপূর্বে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল; দ্বিজ শ্রীধরই তার পরিচয় পেতে পারেন, সাবিরিদ খান নয়; **সে যুগে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চার রেওয়াজ ছিল না**। অতএব দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজকেই 'কালিকামঙ্গাল' এর আদি রচয়িতা এবং সাবরিদ খানকে অনুকারী বলে স্বীকার করতে হয়।"[১] [স্থূলাক্ষর বর্তমান প্রাবন্ধিক কৃত]

সাবিরিদ খান বিষয়ক ড. আহমদ শরীফের মতকে সমর্থন করে সুখময় মুখোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাবিরিদ খান ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'কালিকামঙ্গাল' রচনা করেন। সাবিরিদ খানের ভণিতাযুক্ত 'রসুলবিজয়' ও 'মোহম্মদ হানিফা ও কায়রাপরী' কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া যায়। যদি 'রসুলবিজয়' সাবিরিদ খানের লেখা হয় তাহলে রসুলবিষয়ক বাংলা কাব্যের আদি রচয়িতা সৈয়দ সুলতানের পরবর্তী কবি সাবিরিদ খান — একথাও জানিয়েছেন গ্রন্থকার।

**মুহম্মদ কবীর**

মনোহর ও মধুমালতীর প্রণয়োপাখ্যান অবলম্বনে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম কাব্য হলো মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী'। এই কাব্যের রচনাকালবাচক শ্লোক-কে 'অবোধ্য' বলেছেন ড. সুকুমার সেন। কিন্তু ড. এনামুল হক প্রদত্ত এই কাব্যের রচনাকালবাচক শ্লোকের সমাধান সমর্থন করে সুখময় মুখোপাধ্যায় নিজের মতামত জানিয়েছেন —

"... মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' ৯৯৭ হিজরা বা ১৫৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত হয়। তবে ঐ সাল কাব্যের রচনা আরম্ভের তারিখ। কবি বলেছেন কাব্য শেষ করতে আর পাঁচ হিজরা অতিবাহিত হয়েছিল — 'পাঁঞ্চালী ভণিতে গেল হিজিরার পাঁচ'। সুতরাং ৯৯৭+৫=১০০২ হিজরা বা ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যের রচনা সম্পূর্ণ হয়।"[২]

ড. আহমদ শরীফের মতে, বাংলা ভাষা অর্থে 'হিন্দুয়ালি' শব্দের প্রয়োগ মুহম্মদ কবীরের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ। ড. আহমদ শরীফের এই মতকে সমর্থন করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায়। তার প্রেক্ষিতে যুক্তি দেন, বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা যে আরবি বা ফারসি নয়, বাংলা — এই কথাটি উপলব্ধি করতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। তার আগে তাঁরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা বলে মনে করতেন।

**শাহ মোহাম্মদ সগীর**

ফারসি ভাষায় বিখ্যাত প্রণয়কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা'র বিষয়বস্তু অবলম্বনে শাহ মোহাম্মদ সগীর বাংলা ভাষায় 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্য লিখেছিলেন। সগীরের আবির্ভাবকাল নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের (১৩৯০-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতা সগীর লাভ করেন। কিন্তু এই মত স্বীকার করেন নি সুখময় মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভুঁইয়ার মতকে সমর্থন করে তিনি বলেছেন —

"সগীর যে খুব আধুনিক কবিও নন, তাও তাঁর কাব্যের ভাষা থেকেই বোঝা যায়। মোটামুটিভাবে বিচার করে, তিনি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করেছিলেন বলে মনে করা যায়।"[৩]

সুতরাং সগীরের নির্দিষ্ট সময়পর্বের কথা জানা না গেলেও তিনি যে ষোড়শ শতকের কবি একথা তাঁর গ্রন্থে সুখময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

**সৈয়দ সুলতান**

সুখময় মুখোপাধ্যায় 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থের 'ইসলামী কাব্যের তিন কবি' নামক অধ্যায়ে তিনজন মুসলমান কবির পরিচয় পাই — সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খান এবং জৈনুদ্দীন। সৈয়দ সুলতান রচিত 'নবীবংশ' ও 'জ্ঞানপ্রদীপ' নামে দুটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন 'রসুল-চরিত', 'শবেমেরাজ', 'ওফাৎ-ই-রসুল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইব্লিস-নামা' প্রভৃতি গ্রন্থও সৈয়দ সুলতান রচিত। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, এগুলি সৈয়দ সুলতানের রচনা। তবে এগুলি তাঁর সুবিশাল 'নবীবংশ' গ্রন্থটিরই অংশবিশেষ। এছাড়াও সৈয়দ সুলতান রচিত কিছু অধ্যাত্ম সংগীত ও পদাবলি পাওয়া যায়। সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের পরাগলপুরের নিবাসী ছিলেন। সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর শিষ্য মোহাম্মদ খান ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ'এর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বলা যায় তিনি ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কাব্য রচনা করেছিলেন। 'শবেমেরাজ'এর একটি কালবাচক শ্লোক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর গ্রন্থে শ্লোকটির সঠিক পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করে উল্লেখ করেছেন।

**মোহাম্মদ খান**

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় মুসলমান কবি হলেন মোহাম্মদ খান। তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দুটি গ্রন্থ হলো — 'সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ' বা 'যুগ সংবাদ' এবং 'মুক্তল হোসেন'। মোহাম্মদ খান তাঁর গ্রন্থ দুইখানিতে নিজের মাতৃকুল ও পিতৃকুলের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হয় নি। তাঁর 'সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ' এবং 'মুক্তল হোসেন' গ্রন্থ দুটিতে রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকদুটির শুদ্ধ পাঠ উপস্থিত করেন সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে ১৬৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত।

**জৈনুদ্দীন**

এই অধ্যায়ের তৃতীয় মুসলমান কবি জৈনুদ্দীন। তিনি হজরত মুহম্মদের জীবনী অবলম্বনে 'রসুলবিজয়' কাব্য রচনা করেন। তাঁর সময়কাল নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জৈনুদ্দীনকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বলেছেন। কিন্তু সুখময় মুখোপাধ্যায় যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন জৈনুদ্দীন, সৈয়দ সুলতানের পরবর্তী কবি অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি —

"সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৈয়দ সুলতান তাঁর 'শবেমেরাজ'-এ লিখেছেন যে তখনও পর্যন্ত (বাংলার মুসলমানদের মধ্যে) 'খোদা রসুলের কথা কেহ না সঙরে' এবং 'দেশী ভাসে এই কথা (অর্থাৎ খোদা রসুলের কথা) কেহ না কহিল'। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সৈয়দ সুলতানের আগে জৈনুদ্দীন বা আর কেউ রসুল হজরৎ মুহম্মদের জীবন চরিত অবলম্বনে কোন কাব্য রচনা করেন নি। সুতরাং জৈনুদ্দীন সৈয়দ সুলতানের পরবর্তী কবি।"[৪]

অনেকে মনে করেন, 'রসুলবিজয়' রচয়িতা জৈনুদ্দীন ও আমীর জৈনুদ্দীন হারাওয়ী অভিন্ন লোক। এ বিষয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি জানান —

"... 'হারাওয়ী' বিশেষণ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি পারস্যের হীরাটের লোক। পক্ষান্তরে 'রসুলবিজয়' খাঁটি বাঙালী কবির লেখা এবং এই কাব্যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।"[৫]


© Santiniketan Sahityapath

**দৌলৎ কাজী (কাজী দৌলৎ)**

বাংলা সাহিত্যে ধর্ম অসম্পৃক্ত রচনার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে দৌলৎ কাজীর রচনা শীর্ষস্থানীয়। তিনি আরাকান দেশের অবাঙালি ও অমুসলমান রাজাদের অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে বাংলায় কাব্যরচনা করেছিলেন। দৌলৎ কাজী নিজের কাব্যে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয় দেননি। তবে পৃষ্ঠপোষকের নাম দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে অনুমান করা যায়। দৌলৎ কাজীর অনুবাদাত্মক রচনা 'সতী ময়নামতী'। এখান থেকে জানতে পারি, আরাকানরাজ শ্রীসুধর্ম বা থিরি থু ধম্মার অমাত্য ও সেনাপতি লস্কর উজীর আশরফ খানের আজ্ঞায় দৌলৎ কাজী কাব্যটি রচনা করেন। আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মার রাজত্বকাল ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়পর্বেরই কোনো এক সময় তিনি কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটি হিন্দি ভাষায় লিখিত মিঞা সাধনের 'মৈনা সৎ' এবং মৌলানা বা মোল্লা দাউদের 'চান্দায়ন' কাব্যের মিলিত রূপ। সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, দৌলৎ কাজী মনে করেছিলেন, মিঞা সাধন এবং মৌলানা বা মোল্লা দাউদ রচিত দুটি কাব্যের নারী চরিত্রের নাম মৈনা হওয়ায় কাব্য দুটি আলাদা নয় — অখণ্ড কাব্য। সূফিদের মধ্যে অনেকে ধর্ম বিষয়ে উদার। দৌলৎ কাজী সূফি মতাবলম্বী ছিলেন। দৌলৎ কাজীর মধ্যেও এই উদারতা ছিল। তাঁর কাব্যের নানা স্থানে তার প্রমাণ মেলে। কাব্যটি অসম্পূর্ণ রেখে দৌলৎ কাজী দেহত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে কাব্যটি আলাওল সম্পূর্ণ করেন।

**আলাওল**

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক কবির সম্বন্ধে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রধান কারণ — তাঁদের সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আলাওল সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে না। তিনি তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থে নিজের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দিয়েছেন। তবু তাঁর সম্পর্কেও কিছু সমস্যা আছে। যেমন, কবির প্রকৃত নাম কী ছিল? কবির দেশ কোথায় ছিল?

ড. সুকুমার সেন এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতামত উল্লেখ করে সুখময় মুখোপাধ্যায় কবির নাম নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। আলাওলের দেশ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি আলাওলেরই গ্রন্থভুক্ত উপাদান। সুখময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আলাওলের দেশ ফতেহাবাদ। আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্যে লিখেছেন, তাঁর পিতা মজলিস কুতুবের অমাত্য। আবার একথাও জানিয়েছেন, 'সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল' কাব্যে রোসাঙের বর্ণনা করার সময় আলাওল নিজেকে 'পরদেশী' বলছেন। আলাওল চট্টগ্রাম বা আরাকানের লোক হলে নিজেকে পরদেশী বলবেন কেন?

আলাওল তাঁর কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকদের আদেশে। থদো-মিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫২) মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। এটি জায়সীর অবধী কাব্য 'পদমাবৎ' কাব্যের বাংলা অনুবাদ। মাগন ঠাকুরের অনুরোধেই ফারসি ভাষার রূপকথা অবলম্বনে 'সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল' লেখেন। সোলেমানের পৃষ্ঠপোষকতায় দৈলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'সতী ময়নামতী' সমাপ্ত করেন ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে। 'সপ্তপয়কর' রচনার সময় আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রীচন্দ্রসুধর্মার প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মহাম্মদ। ইউসুফ গদার আরবি কাব্য অবলম্বনে 'তোহফা' নামক কাব্য লেখেন। মজলিস নবরাজের আদেশে নিজামীর ফারসি কাব্য 'সেকান্দরনামা' বাংলায় অনুবাদ করেন।

সুখময় মুখোপাধ্যায় ড. সুকুমার সেনের আলাওল সম্বন্ধিত দুটি বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন —

"ড. সেনের মতে আলাওলের প্রথম পৃষ্ঠপোষক মাগন ঠাকুর নন, সুলেমান এবং 'পদ্মাবতী' নয় — 'সতী ময়নামতী'র শেষাংশই আলাওলের প্রথম রচনা। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ 'পদ্মাবতী' রচিত হয়েছিল থদো-মিন্তারের রাজত্বকালে আর 'সতী ময়নামতী'র শেষাংশ রচিত হয়েছিল থদো-মিন্তারের পুত্র শ্রীচন্দ্রসুধর্মার রাজত্বকালে।"[৬]

সুখময় মুখোপাধ্যায় আলাওলের দেওয়া কিছু কিছু কালবাচক শ্লোকের হেঁয়ালি ভাঙবার চেষ্টা করেছেন। যখন তিনি জানতে পারেন সেগুলি বিকৃত, তখন নানা ঐতিহাসিক নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কাব্য রচনার কাল উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন। নানা তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে সুখময় মুখোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলাওল নিশ্চিতভাবে জীবিত ছিলেন।

**দৌলত-উজীর বাহরাম খান**

দৌলত-উজীর বাহরাম খান লায়লা মাজনুর অমর উপাখ্যান অবলম্বনে বাংলায় 'লায়লী-মাজনু' কাব্য রচনা করেন। এর আগে অল্প বয়সে 'ইমাম-বিজয়' কাব্য লিখেছিলেন। বাহরাম খান সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। বাহরাম খানের সময় চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন 'নৃপতি নেজাম শাহা সুর (শূর)'। তিনি প্রথমে বাহরাম খানের পিতাকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর স্বয়ং বাহরাম খানকে 'দৌলত উজীর' খেতাব দেন।

ড. আহমদ শরীফ, ড. আবদুল করিম এবং অধ্যাপক আলী আহমদ প্রমুখরা বাহরাম খান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য স্বীকার করতে চান না। যেমন — ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 'লায়লী-মাজনু' কাব্য লেখা হয়েছিল। তাঁরা বাহরাম খানকে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবি মনে করতেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁদের প্রত্যেকের সংশয় দূর করেছেন যথোপযুক্ত যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে — "দৌলত-উজীর বাহরাম খান যে ঔরংজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী.) 'লায়লী-মাজনু' রচনা করেছিলেন; তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ 'লায়লী-মাজনু'র উপক্রমে 'আওরঙ্গা শাহা দিল্লীশ্বর'-এর প্রশস্তি আছে।"[৭]

দৌলত-উজীর বাহরাম খান যদি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবি হন, তাহলে তাঁর কাব্যে সপ্তদশ শতাব্দীর ঔরঙ্গজেবের নাম থাকবে কেন? আবার সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' এবং মোহাম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তদশ শতকের আগে 'দেশী ভাষে' রসুল ও ইমামদের কথা নিয়ে কেউ কাব্য লেখেন নি। সুতরাং 'ইমাম-বিজয়' রচয়িতা দৌলত-উজীর বাহরাম খান সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবি নন। এভাবেই সুখময় মুখোপাধ্যায় পূর্ববর্তী গবেষকদের যুক্তি খণ্ডন করে নিজের যুক্তি স্থাপন করেছেন।

**ফয়জুল্লা**

ফয়জুল্লা নামক কবির ভণিতায় 'গোরক্ষবিজয়', 'জয়নবের চৌতিশা' ও 'সত্যপীরের পাঁচালী' এই তিনটি কাব্য পাওয়া যায়। এছাড়াও 'মীর ফয়জুল্লা' ভণিতায় 'রাগনামা' এবং কতকগুলি বৈষ্ণবপদ পাওয়া যায়। পদগুলি ফয়জুল্লার রচনা বলে মেনে নিয়েছেন সুখময় মুখোপাধ্যায়। 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট রচনা। কিন্তু এর রচয়িতা কে এবং রচনাকালই বা কখন, সে সম্বন্ধে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর বিভিন্ন পুঁথির ভণিতায় বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যেমন — ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র, কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস, শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায়। 'গোরক্ষবিজয়'এর প্রাপ্ত ১৬টি পুঁথির মধ্যে ১৪টি তে ফয়জুল্লার ভণিতা এবং ৯টি পুঁথিতে কেবলমাত্র ফয়জুল্লার ভণিতা মেলে। এই কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে এত বেশি আরবি, ফারসি ও মুসলমানি বাংলা শব্দ পাওয়া যায়, যার থেকে মনে হয়, কাব্যটি মুসলমান লেখকেরই লেখা। এই প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের মতকে সমর্থন করে নিজস্ব মত প্রকাশ করেন সুখময় মুখোপাধ্যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ফয়জুল্লা 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা এবং তাঁর কাব্যের ভণিতায় ব্যবহৃত বাকি নামগুলি আদতে একজন ব্যক্তিরই। তিনি ফয়জুল্লার সমসাময়িক গায়ক, তিনি 'গোরক্ষবিজয়'এর গীতিকা প্রচার করেন। 'গোরক্ষবিজয়'এর ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর নয়। ভাষার মধ্যে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট বলে জানান সুখময় মুখোপাধ্যায়। আবার আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত কাব্য 'গোরক্ষবিজয়'। এই মত খণ্ডন করে সুখময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের সূচনায় 'গোরক্ষবিজয়' রচিত হয়েছিল।

অন্যদিকে ড. পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়'এর ভূমিকায় জানিয়েছেন, অজ্ঞাতনামা কবি 'গোরক্ষবিজয়' রচনা করেন। পরে গায়করা নিজেদের ভণিতা বসিয়েছেন। পুঁথিতে যাঁদের ভণিতা পাওয়া যায়, তাঁরা সকলেই গায়ক, রচয়িতা নয়। সুখময় মুখোপাধ্যায় অবশ্য এই মত স্বীকার করেন নি।

ফয়জুল্লার 'গোরক্ষবিজয়' ও বৈষ্ণবপদ ছাড়া আর বাকি 'জয়নবের চৌতিশা' ও 'সত্যপীরের পাঁচালী' কে রচনা করেছিলেন তা বলা কঠিন। সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'জয়নবের চৌতিশা' নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থটি ফয়জুল্লারই রচনা। কিন্তু তাঁর মতে 'সত্যপীরের পাঁচালী' ফয়জুল্লার রচনা নয়।

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থটিতে উপরিউক্ত দশজন মুসলমান কবির তথ্যভিত্তিক পরিচয় পাই। গ্রন্থটিতে তাঁদের কাব্যগুলির রসবিশ্লেষণ নেই। মধ্যযুগে যে সময়ে বাংলা সাহিত্য কেবল দেবমাহাত্ম্য বর্ণনায় ব্যস্ত তখন এই মুসলমান কবিরাই মানবীয় প্রণয় উপাখ্যান রচনা শুরু করেন। এ বিষয়ে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য মন্তব্য —

"... মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রোমান্টিক মানবীয় প্রেমের আখ্যান রচনার প্রথম কৃতিত্ব মুসলমান কবিদের প্রাপ্য যদিও তার অন্তরালে সুফি সাধনার ধারা বহমান ছিল। হিন্দু কবিরা প্রায় সবসময়ে দেবতা বা দেবকৃপাধীন মানুষের কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এদিক দিয়ে মুসলমান কবিদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।"[৮]

এই বিচারে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থটি অবশ্যই মূল্যবান গবেষণার পরিচায়ক।

তথ্যসূত্র:

১। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', সুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, ৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পুনর্মুদ্রণ মে ২০২২, পৃ. ৪৬

২। ওই, পৃ. ১১২

৩। ওই, পৃ. ১১৫

৪। ওই, পৃ. ১৩৪

৫। ওই, পৃ. ১৩৪

৬। ওই, পৃ. ১৬৩

৭। ওই, পৃ. ১৮২

৮। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পুনর্বিন্যাস সংস্করণ ২০১৮-২০১৯, পৃ. ১৭৩

Prantik Gabeshana Patrika